080

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...২।৮।৮৮...
পৃষ্ঠা...১... ...কলাম...২...

নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে দীনিয়াত অন্তর্ভুক্ত হবে

আগামী শিক্ষা বছর (১৯৮৯ ইং) থেকে দেশের সকল স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে দীনিয়াত (ধর্ম শিক্ষা) আবশ্যিক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং ১৯৯১ সাল থেকে অনুষ্ঠেয় মাধ্যমিক পরীক্ষায় (এসএসসি) দীনিয়াত (ধর্ম শিক্ষা) একশত নম্বরের একটি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে থাকবে। নৈতিক মূল্যবোধের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে দেশের তরুণ সমাজকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সরকার এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা

শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

পাঠ্যসূচী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বোর্ডসমূহ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কারিকুলাম অনুযায়ী দেশের সকল স্কুলে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী (সমমান শ্রেণী) পর্যন্ত দীনিয়াত (ধর্ম শিক্ষা) আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। —তথ্য অধিদফতর।

১ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত আবশ্যিক বিষয়

তথ্য অধিদফতরের অপর এক খবরে বলা হয়, সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, আগামী শিক্ষা বছর (১৯৮৯ ইং) থেকে কিণ্ডার গার্টেন ও টিউটরিয়াল স্কুলসহ দেশের সকল স্কুল প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী (সমমান শ্রেণী) পর্যন্ত দীনিয়াত (ধর্ম শিক্ষা) আবশ্যিক বিষয় হিসাবে অবশ্যই তাদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করবে এবং তা পাঠদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। এ সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ডের শিক্ষাক্রম (কারিকুলাম) মোতাবেক সকল সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী (সমমান শ্রেণী) পর্যন্ত দীনিয়াত (ধর্ম শিক্ষা) আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু স্কুল এ শিক্ষাক্রম (কারিকুলাম) সঠিকভাবে অনুসরণ করছে না। এর প্রেক্ষিতে সরকার উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। —খবর তথ্য অধিদফতর।